স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম- ১৪৪৫

৭ম-৮ম শ্রেণি

গ্রুপ: এশা

নাম :

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আসসালামু আলাইকুম,

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ। এই এসাইনমেন্ট করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা:

- **অভিভাবক ও জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতে পারবে।**
- **উত্তর খোঁজার জন্য প্রয়োজনে আল-কুরআন, হাদীসের কিতাব, তাফসীর, ইসলামী বই দেখবে।**
- **নিজেরাই কাজগুলো করবে। কেউ ইঙ্গিত দিলেও পুরোপুরি কাজটা করে দিবে না বা উত্তর বলে দিবে না।**
- **অতিরিক্ত কাগজ লাগলে সেই পাতার সাথে সংযুক্ত করে নিবে।**
- **সপ্তাহের কাজ সপ্তাহেই শেষ করবে, ইন-শা-আল্লাহ**

ঈদের পর স্কুল খুললে পুরো এ্যাসাইনমেন্টটি অফিসে জমা দিবেন ইন-শা-আল্লাহ।

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য হাদিয়া থাকবে, ইন-শা-আল্লাহ।

সবাইকে রমাদানের শুভেচ্ছা!

১ম সপ্তাহ

কাজঃ ০১

❂ সূরা ফাতিহার তাফসির পড়ুন এবং নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিনঃ

ক) সূরা ফাতিহায় কীভাবে তিন প্রকার তাওহীদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে লিখুন?

খ) রহমান ও রাহিম নামের পার্থক্য লিখুন।

গ) ইবাদত কী? ইবাদত কবুলের শর্ত কয়টি ও কী কী?

কাজঃ ০২

ক) সূরা বাকারার কোন আয়াতে সাওম ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে? আয়াতটি লিখুন।

খ) উক্ত আয়াতে রমাদানের কোন মৌলিক শিক্ষা পাওয়া যায়?

গ) কীভাবে এই শিক্ষা আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে?

কাজঃ ০৩

আজ রমাদানের ৭ম দিন। মারিয়াম ও ওমর ভাইবোন। প্রতিদিন ইফতারের সময় তারা মাকে সাহায্য করে। মায়ের হাতে বানানো ইফতার তাদের খুব ভালো লাগে। কিন্তু আজ তাদের মা অসুস্থ। তাই ওমর তার বোনকে বলল, "আপু মা তো আজ অসুস্থ। চলো, “আমরা দুজনে মিলে ইফতার বানাই"। তারা মায়ের অনুমতি নিয়ে ইফতার তৈরি করতে শুরু করলো।

তাদের বানানো ইফতারে বেগুনীর পরিমান হচ্ছে ১৬০ গ্রাম। যেখানে বেসন ও লবনের অনুপাত ৯:২ এবং বেগুন ও লবনের অনুপাত ৫:২। তাহলে মারিয়ম ও ওমরের বেগুনী বানাতে বেসন কতটুকু লেগেছিল তা নির্ণয় করুন।

২য় সপ্তাহ

কাজঃ ০১

ক) যাকাত অর্থ কী? যাকাতের খাতগুলো কী কী?

খ) কোন কোন শর্ত পূরণ হলে যাকাত ফরজ হবে?

গ) আব্দুর রহিম সাহেবের কাছে নগদ ৩,০০,০০০ টাকা রয়েছে। তিনি দুই বছর পূর্বে ৫,০৯,০০০ টাকা দিয়ে ৬.৫ ভরি স্বর্ণ কিনেছিলেন (যার বর্তমান বাজার দর প্রতি ভরি ৯৫,৫০০ টাকা)। তার ১,০০,০০০ টাকা মূল্যের একটি মটর সাইকেল রয়েছে যেটা দিয়ে তিনি অফিসে যাতায়াত করেন। ২০২৪ সালে তার যাকাতের পরিমান কত হবে?

কাজঃ ০২

জাহানারা আজকে তার দশম সিয়াম সম্পন্ন করল। প্রথম দশ রমাদানে সে তার সাধ্যমত ইবাদত করার চেষ্টা করেছে। আজ তার এগারতম সিয়াম। সিয়াম রাখার ব্যাপারেও সে যথেষ্ট সতর্ক থাকে। আজও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। কিন্তু দুপুরে ঘটে যায় এক অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা। জাহানারা দরজার চৌকাঠ ধরে দাড়িয়ে ছিল, এমন সময় হঠাৎ তার ছোট ভাই দরজা লাগিয়ে দেয়। জাহানারার হাত দরজার নিচে পড়ে তিনটি আংগুল মারাত্মক জখম ও প্রচুর রক্তপাত হয়। জাহানারার মা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার তার হাতে ব্যান্ডেজ করে দেয় ও কিছু ব্যাথার ঔষধ দেয়।

বাসায় ফিরে মা তাকে খাবার খেয়ে ঔষধ খেতে বলে। জাহানারা প্রচন্ড ব্যাথা থাকা স্বত্ত্বেও ঔষধ খেতে চাইলো না। কারণ সে সিয়ামরত ছিল। তার মা তাকে বুঝিয়ে বলল যে, "আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেননি যা বান্দা পালন করতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে, সফরে থাকলে ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের বিবেচনায় রোজা রাখতে অক্ষম হন এবং

পরে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে রোজার কাজা আদায় করতে হবে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত শোনান:

‘রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের যারা পীড়িত থাকবে বা ভ্রমণে থাকবে, তারা অন্য সময়ে এর সমপরিমাণ সংখ্যায় পূর্ণ করবে.... (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪)

তুমি যেহেতু এখন অসুস্থ, তাই তোমার উচিৎ কিছু খাবার খেয়ে ঔষধ খেয়ে নেওয়া। নাহলে তোমার ব্যাথা আরও বাড়বে এবং হয়ত তুমি আরও অসুস্থ হয়ে যাবে। পরে দেখা যাবে তুমি সালাতে মনোযোগ রাখতে পারছো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা খুব দ্রুতই তোমার ব্যাথা আর ক্ষতস্থান ঠিক করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ।"

প্রশ্ন: আল্লাহ তা’য়ালার এক বিশেষ নিয়ামত আমাদের দেহের ক্ষতস্থান পূরণ। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটির নাম কী? প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন।

৩য় সপ্তাহ

কাজঃ ০১

সূরা আনফালের ৬৫ নং আয়াত অর্থসহ পড়ুন।

ক) কোন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়? আরবি কোন মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
খ) উপরে উল্লেখিত যুদ্ধের তিনটি শিক্ষা লিখুন।

কাজঃ ০২

আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে মানুষকে যতটুকু জানিয়েছেন এর বাইরে তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব নয়। মানুষের কল্পনায় সে সব চিত্রই আসবে, যা সে আল্লাহর সৃষ্টিতে দেখে। তাই নিজে থেকে মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করে তা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উপর মানুষের গুণাবলী আরোপের মাধ্যমে শেষ হয়।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে তাঁর পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে সূরা ইখলাসের তৃতীয় আয়াতটির দিকে আমারা কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

ক) সূরা ইখলাসের তৃতীয় আয়াতটি আরবিসহ অর্থ লিখি।

এখানে কাউকে জন্ম দেওয়া, কেউ জন্ম নেওয়া এসব পার্থিব বিষয় আল্লাহর জন্য চিন্তা করা নি:সন্দেহে অমর্যাদাকর। শুধুমাত্র সৃষ্টি জগতের জন্যই জন্ম-মৃত্যু প্রযোজ্য। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা একমাত্র সত্তা যিনি সকল সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তা, সকল জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। সকল সৃষ্টির সূচনা - ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে, এ সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত।

إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ

অর্থঃ তিনি সর্বোচ্চ হিকমত ওয়ালা। (সূরা আশ-শুরা ৪২; ৫১)

এই সৃষ্টি জগতের সব কিছুই মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যমে জানতে শুরু করেছে। মানুষ ততটুকুই জানতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যতটুকু জানিয়েছেন।

এই অদেখা সৃষ্টির সূচনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'জীবনের একক', যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি কোষ। এই একটি কোষ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি নিপুণ কায়দায় পূর্ণাঙ্গ জীবের জন্ম দিচ্ছেন! কতটা নিরাপদ ও সক্রিয় প্রক্রিয়ায় তা আমরা অবলোকন করতে পারি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের বদৌলতে। সুবহানাল্লাহ!

আল-কুরআনের প্রথম ওহী নাযিল হয় সুরা আলাক এর প্রথম ৫টি আয়াত। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিল এখন থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর আগে। যেখানে দ্বিতীয় আয়াতটি ছিল,

خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ

অর্থঃ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। (সূরা আলাক ৯৬;২)

যেখানে জনন কোষ কল্পনা করলে আমরা এই জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ডের ধারণা পেতে পারি, যেটা পরবর্তীতে দেহকোষে রূপান্তরিত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ জীবের সঞ্চার হয়।

সেক্ষেত্রে,

খ) আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের এই জন্মদান প্রক্রিয়ায় জনন কোষ থেকে দেহকোষে রূপান্তর এবং তার পরিণতিতে দেহের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি কী? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রক্রিয়াটি আলোকপাত করুন ও এই আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করুন।

কাজঃ ০৩

Muslims always celebrate Eid ul-Fitr with mixed feelings and emotions. As the month of Ramadan, the month of mercy, forgiveness and blessings, comes to an end, the believers are filled with a bittersweet joy. The Prophet Muhammad (ﷺ) described Eid as “the days of eating, drinking and remembering Allah.” He encouraged us to balance the entertainment with the remembrance of Allah (s.w.t.) during one of the Muslim festivals. Celebrating this Eid festival within the guidelines of the Sunnah turns these days into a form of worship.

Write a short Article on " Your feelings on EID UL FITR" (Around 100 words)

৪র্থ সপ্তাহ

কাজঃ ০১

ক) জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আখলাক কেমন হবে?

খ) সুন্দর আখলাকের জন্য রাসূল ﷺ সালাতের শুরুতে কী দোয়া করতেন তা আরবিসহ অর্থ লিখুন।

(প্রয়োজনে হিসনুল মুসলিম বইয়ের সাহায্য নিন)

কাজঃ ০২

ক) রমাদানে আপনি আপনার কোন কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিতে চান? সেগুলো কী কী?
খ) সেসকল অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দেয়ার ফলে আপনার জীবনে এর প্রভাব কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

কাজঃ ০৩

মিনহাজ বেশ অমায়িক একটি ছেলে। দ্বীনের কাজে সে যেমন অগ্রসর, ইবাদত বন্দেগীতেও সে সর্বদা সচেতন ও তৎপর। পরিবারের সকলে বলে, সে দেখতেও হয়েছে তার দাদার মত আর ধর্মপরায়ণতায়ও রয়েছে তার দাদার ছাপ।

ক) মিনহাজের তার দাদার যে বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বহন করছে, সেজন্য জীবদেহের কোনটি দায়ী?

i) কোষে থাকা সাইটোপ্লাজম ii) ক্রোমোজমে থাকা ডিএনএ

iii) মাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়া iv) নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওলাস

খ) মিনহাজের অমায়িক আদবের সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে?

i) মিনহাজের ব্যাক্তিগত আমলের নির্দেশনা ii) মিনহাজের উত্তম আখলাক

iii) মিনহাজের জ্ঞান অর্জনের প্রতিকূলতা iv) মিনহাজের দুনিয়াবি চিন্তা বৃদ্ধি